যুগান্তর

তারিখ 27 SEP 2012
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

অধিকাংশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অনুমোদনে ত্রুটি

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

রাজধানীর ধানমণ্ডির 'নর্দার্ন ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইমন (ছদ্মনাম)। ভবিষ্যতে চিকিৎসক হওয়ার দু'চোখভরা স্বপ্ন নিয়ে পাঁচ বছর আগে ১৫ লাখ টাকা ভর্তি ফি পরিশোধ করে মেডিকেল কলেজটিতে ভর্তি হয়েছিলেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ইমনের বাবা-মা কষ্টেসৃষ্টে বিগত বছরগুলোতে পড়াশুনার খরচ চালিয়ে এসেছেন। ইমন গত বছর ফাইনাল প্রফেশনাল পরীক্ষায় পাসও করেন। প্রচলিত নিয়মানুসারে ইন্টার্নি করার জন্য বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) থেকে চিকিৎসকের প্রভিশনাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হয়। সেটি গ্রহণ করতে গিয়ে ইমন ও তার বাবা-মায়ের চক্ষু চড়কগাছ। মেডিকেল কলেজটি থেকে দুই ব্যাচ শিক্ষার্থী ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে পাস করে বের হলেও এখন পর্যন্ত কলেজটি বিএমডিসি থেকে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত (রিকগনাইজড) নয়। কলেজটি রিকগনিশন না পাওয়া পর্যন্ত ইমনকে প্রভিশনাল সার্টিফিকেট দেয়া সম্ভব নয়। এটি কোন গল্প বা নাটকের স্ক্রিপ্ট নয়, খোদ রাজধানীর বেসরকারি নর্দার্ন ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের বাস্তব চিত্র। শুধু ইমন নয় নামসর্বস্ব এ মেডিকেল কলেজটি থেকে পাস করা কমপক্ষে ৪০ জন শিক্ষার্থী ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে পাস করলেও কলেজ কর্তৃপক্ষের অপরাধে তাদের ভবিষ্যতে চিকিৎসক হওয়ার পথ রুদ্ধ হতে চলেছে। এসব শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা এখন লাটিমের মতো একবার কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আরেকবার বিএমডিসি কর্তৃপক্ষের কাছে ধরনা দিচ্ছেন। বিএমডিসির একাধিক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা শিক্ষার্থীদের এ সমস্যার বিষয়টি স্বীকার করে বলেছেন, কলেজ কর্তৃপক্ষের অপরাধের কারণে যেন শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট না হয়, সে বিষয়টি মানবিক দৃষ্টি দিয়ে দেখা হচ্ছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রভিশনাল সার্টিফিকেট ইস্যু করার বিষয়ে জোর চিন্তাভাবনা চলছে। তারা জানান, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন নীতিমালা অনুসারে শিক্ষার্থী ভর্তির পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজটি বিএমডিসিকে চিঠি দিয়ে কলেজ পরিদর্শন করে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আবেদন জানানোর কথা থাকলেও অধিকাংশ মেডিকেল কলেজ এ নিয়ম মানছে না। চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অধিকাংশই 'জন্মগত' ত্রুটি নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন পাচ্ছে। অনুমোদন প্রদানের আগেই কলেজটিতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ রয়েছে কিনা তা না দেখে বা না দেখার ভান করে অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে দেশে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৫২টি হলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই প্রয়োজনীয় নীতিমালা অনুসরণ ত্রুটি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

ত্রুটি : অনুমোদনে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

করে স্থাপিত হয়নি। প্রভাবশালী মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক ও চিকিৎসক নেতাদের চাপের মুখে শুধু রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক লক্ষ্যে অনুমোদন প্রদানের ফলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় মনিটরিং ও সুপারভিশন নেই।

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা-২০১১ (সংশোধিত) অনুযায়ী সর্বনিম্ন ৫০ আসনে কলেজ স্থাপনের জন্য মেট্রোপলিটন সিটি এলাকায় কলেজের নামে দুই একর জমি অথবা নিজস্ব জমিতে কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণের ১ লাখ বর্গফুট এবং হাসপাতাল ভবনের জন্য ১ লাখ বর্গফুট ও মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে ৪ একর জমি থাকতে হবে। প্রথমে একাডেমিক ও হাসপাতাল মিলে সোয়া লাখ বর্গফুট প্রয়োজনীয় অবকাঠামোসহ ফ্লোর স্পেস থাকলে অনুমোদন দেয়া হয়। তবে পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ২ লাখ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। কলেজ ও হাসপাতাল নিজস্ব জমিতে করতে হবে, ভাড়া বাড়িতে করা যাবে না। কলেজের নামে তফসিলি ব্যাংকে এক কোটি টাকা বরাদ্দ রাখতে হবে। একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করার দুই বছর আগে প্রস্তাবিত ক্যাম্পাসে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোসহ ন্যূনতম ২৫০ শয্যার একটি আধুনিক হাসপাতাল (৭০ শতাংশ বেড অকুপেন্সিসহ) থাকতে হবে। একই ক্যাম্পাসে একাডেমিক ও হাসপাতাল ভবন থাকতে হবে। হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ১ জন ছাত্রের জন্য ৫ জন রোগী থাকতে হবে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০১১ সালের ৫ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিএমডিসিকে দেশের সব বেসরকারি মেডিকেল কলেজ সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন ও পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য চিঠি ইস্যু করে। ১৭ ডিসেম্বর বিএমডিসি চিঠি হাতে পায়।